মোবাইল ফোনের অপব্যবহারে আক্রান্ত শিশুসমাজ

▣ স্বপন দে

সমগ্র বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে বিজ্ঞানের অনন্য সব দানগুলি। একসময়ে যা কল্পনার অতীত ছিল তাও আজ সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যোগাযোগ বৃহত্তর হয়েছে। আবিষ্কার হয়েছে মোবাইল ফোন। যা মানবজাতির কল্যান সাধনের অনন্য দান হিসাবে কাজ করছে। বর্তমান যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হল মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোন আজ শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ সকলেই ব্যবহার করছেন। মোবাইল ফোন ইন্টারনেট পরিসেবা চালু হবার পর মোবাইল ফোনের ব্যবহার রাতারাতি বদলে গেছে। শিশুদের কাছেও এটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অথচ এটি ব্যবহারের কারণে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে শিশুরা, তা আমাদের সচেতন সমাজ ভুলে যাচ্ছে।

গবেষণা বলছে মোবাইল ফোন ব্যবহারে শিশুদের মানসিক বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, পাশাপাশি রয়েছে ক্যান্সারের ঝুঁকি। অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের ফলে একাকীত্ব থেকে একসময় শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা যায়। মূলত: গেমস বা নানা ধরনের ভিডিও দেখার কারণে মোবাইল ফোন ব্যবহারের আগ্রহ শিশুদের দিন দিন বাড়ছে। শিশুদের আবদার মেটাতে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে মোবাইল ফোন। জেনে রাখা দরকার, শিশুরা এক মিনিট মোবাইলে কথা বললে মস্তিষ্কে যে কম্পন তৈরী হয় তা স্থির হতে সময় লাগে দুই ঘন্টা। তা মস্তিষ্কের বিরাট ক্ষতিসাধন করছে।

অনেক সময় দেখা যায়, একটি ছোট শিশু যখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারছে, তখন মা-বাবা স্বভাবতই প্রথম অবস্থায় খুশি হন। তাদের এই খুশির প্রকাশ শিশুর কাছে মোবাইল ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ হিসাবে কাজ করে, যা শিশুকে আরোও উৎসাহিত করে মোবাইল ব্যবহারে। বর্তমানে প্রায়ই দেখা যায় শিশুদের খাওয়া, ঘুম প্রতিটি কাজ করানো হয় মোবাইলে গেম বা ভিডিও চালিয়ে। এমনকি শিশুর হাতে মোবাইল তুলে দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করছেন মায়েরা। তাতে মায়েদের কাজ সহজ হয়ে গেলেও এটি শিশুদের নেশায় পরিণত হয়ে যায়। এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায়, যখন শিশুটি অন্যদের সাথে মিশতে চায় না, চুপচাপ থাকে, মস্তিষ্কের সাধারণ বিকাশের বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিশুদের মনোযোগ কমে যায়। বয়স্কদের থেকে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, মস্তিষ্কের কোশও নরম। তাই মোবাইল ফোন থেকে বিকিরণ হওয়া রেডিয়েশনে

তড়িৎ চুম্বকীয় দূষণের কারণে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হচ্ছে শিশুরা। বলা যেতে পারে, শিশুদের কাছে মোবাইল ফোন সিগারেটের থেকেও বেশী ক্ষতিকর।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে, শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে অবশ্যই শিশুদের মোবাইল ফোনের অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহার কমাতে হবে। পরিবার, সমাজকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। শিশুদের প্রকৃতির সাথে পরিচিতি করাতে হবে। খেলাধূলার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে মা-বাবা পরিবার পরিজনদের। তবেই সুস্থ স্বাভাবিকভাবে শিশুর পূর্ণ মানসিকতার বিকাশ ঘটবে।